চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কার্যালয়

জেলা-চুয়াডাঙ্গা।

TLCC-র ০৩ নং সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ পৌরসভা মিলনায়তন **তারিখ-২৯-০৯-২০২১ খ্রিঃ** **সময় ঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।**

সভাপতি ঃ জনাব জাহাঙ্গীর আলম মালিক, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সভায় সম্মানীত সদস্যদের উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট - ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০১	বিগত ইং ২৮-০৬-২০২১ অনুষ্ঠিতব্য TLCC সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	সভার শুরুতেই সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম অদ্যকার সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম মালিক, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি আরো বলেন- চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা UGIIP-III প্রকল্পের অর্ন্তরভুক্ত। প্রকল্পের নির্দেশনা মেনে পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি উন্নয়নে পৌরবাসীর সার্বিক সহায়তা কামনা করেন। তিনি করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা কল্পে সবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। অতপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম ও সদস্য-সচিব,TLCC চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা বিগত ইং ২৮-০৬-২০২১ অনুষ্ঠিতব্য ২য় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করেন এবং বিগত কিছু কার্যক্রম নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেনে। এরপর TLCC সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সভায় কায়বিবরণী নিয়ে আলোচনা পর্যলোচন করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় TLCC সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সম্মানিত সভাপতি সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যকে পৌরসভার পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানান।	ক) সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় অত্রসভা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। **খ) TLCC এর সম্মানিত সদস্যদের নিয়মিত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **গ) আগামী ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC-র সভা করা।** **ঘ) সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং যথাসময়ে PMO তে প্রেরন করা হবে।**	মেয়র/সচিব	
০২	TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা(সূত্র ঃ পৌরসভা আইন-২০০৯ এর ১১৫ ধারা)।	আলোচনার অংশ নিয়ে সচিব সাহেব জানান পৌরসভার আইন, ২০০৯ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা করার ০৭ দিন পূর্বে সকল সদস্যদের মধ্যে নোটিশ ও কার্যবিবরণী বিতরণ করা সহ সভা চলমান আছে। সভা এবিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	**১. যথা নিয়মে অনুসরণ করে TLCC গঠন করায় অত্রসভা মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সচিব	
০৩	WC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১৪ ধারা)	আলোচনার শুরুতেই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অত্র পৌরসভার ওয়ার্ড (WC) কমিটি গঠন ও কার্যাবলী নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে WC কমিটি সদস্য- সচিব ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো ঃ হাফিজুর রহমান কাওছার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা জানান WC কমিটির সভা সমুহ সভা সঠিক সময়ে করা হয় এং সভার সিদ্ধান্ত সমুহ আলোচনার জন্য¨TLCC সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত থাকে। সভায় WC কমিটির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করা এবং পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	১. অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২১ ত্রৈমাসিক WC-র সভা সম্পন্ন করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে **PMO তে প্রেরণ করা সহ সংশ্লিষ্টদের কপি সরবরাহ** করা হবে। ২. গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করে পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করা ।	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সহকারী প্রকৌশলী	
০৪	নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার)	নাগরিক সনদ(CC) বা সিটিজেন চার্টার নিয়ে আলোচনা কালে TLCC সদস্য জনাব	১. আরো ০১ টি স্থানে নতুনভাবে নাগরিক সনদ(CC)		

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	মো ঃ মাফিজুর রহমান আরো ০১ টি স্থানে নতুনভাবে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করার সুপারিশ করা হয়। নাগরিক সনদ নতুন ভাবে স্থাপিত হয়েছে কিনা জানতে চান। এবং পৌরসভার অফিস ভবনের সামনে অবস্থিত নাগরিক সনদ(CC) টি নতুন করে লেখার জন্য অনুরোধ করেন। জবাবে পৌরসভার সচিব সাহেব জানান করোনা পরিস্থিতি এবং নতুন নির্বাচনের কারণে নতুন ভাবে নাগরিক সনদ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে অচিরেই স্থাপন করা হবে এবং পৌরসভা অফিস ভবনের সামনে অবস্থিত নাগরিক সনদ(CC) টি নতুন ভাবে লেখা হবে। নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করা হবে মর্মে আশ্বাস প্রদান করায় অত্রসভা পৌরকর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	স্থাপন করা হবে। ২. পৌরসভা অফিস ভবনের সামনে অবস্থিত নাগরিক সনদ(CC) টি নতুন ভাবে লেখা হবে।	মেয়র/সচিব	
০৫	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার (GRC) সেল গঠন ও কার্যকর রাখা।	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল নিয়ে আলোচনা কালে কমিটির আহব্বায়ক জনাব সুলতানা আঞ্জু (রত্না) বলেন পৌরসভার প্রবেশ দ্বারে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে এবং কোন অভিযোগ জমা পড়লে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। সকল অভিযোগ GRC কমিটি কর্তৃক বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। অভিযোগসমূহের বিবরণ পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা হবে। তিনি আরো জানান ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১) সর্বমোট ৬৬ টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরুষ অভিযোগ ৫৮ টি এবং মহিলা অভিযোগ ০৮ টি। অভিযোগ গুলো GRC কমিটি বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ৬৬ টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে অত্রসভা GRC-র কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সকল অভিযোগ যথাসময়ে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ২. GRC কমিটি অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহন করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ৩. সমাধানকৃত অভিযোগসমূহের বিবরণ TLCC-র সভাতে এবং পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা।	সভাপতি, GRC কমিটি	
০৬	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এরই ধারা বাহিকতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহন করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে নতুন পরিষদের সদস্য জনাব মো ঃ মাফিজুর রহমান মাফি বলেন- পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)-র সংশোধিত যে খসড়া প্রস্তত করা হচ্ছে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি তবে যেহেতু নতুন পরিষদ গঠিত হয়েছে সে কারনে পরিষদের মতামত গ্রহন করে (PDP) প্রণয়ন করা হলে টেকশই বা যুক্তি সংগত হবে।বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলাম-এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চান। অত:পর নির্বাহী প্রকৌশলী জানান আপনার সুপারিশ মোতাবেক কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। অত:পর সভা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ দেন।	১. পৌরসভার জন্য ০৫(পাঁচ) বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন সংশোধন কাজ ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে শুরু করা হয়েছিল যা বর্তমানে সমাপ্ত হয়েছে। ২. PDP প্রণয়ন কাজে নতুন পরিষদের মতামত গ্রহন করে সংশোধন কাজ শুরু করা হয়েছে। ৩. শীঘ্রই TLCC-র সভায় উপস্থাপন করা হবে।	পৌর পরিষদ/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	
০৭	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি সকল উন্নয়ন কাজ তদারকি করে। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান কিছু কাজ প্রায় সমাপ্তি হয়েছে কিছু কাজ চলমান আছে। কাজের মান সন্তোষ জনক। নির্বাহী প্রকৌশলী আরো জানানসরকারী উন্নয়ন বরাদ্দ না পাওয়ায় উন্নয়নমূলক কাজ আরাম্ভ করা সম্ভব হয়নি। এরপর নির্বাহী প্রকৌশলী আরো জানান চলমান UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় পানি সরবরাহ প্রকল্পে ১০ কোটি টাকার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। আশা করছি পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে জনসাধারণের পানি সম্পর্কিত আর কোন সমস্যা থাকনে না। তিনি আরো জানান UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় পৌর শ্রীমন্ত টাউন হলের স্থানে নতুন ভাবে বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এয়াড়াও তিনি সভাকে জানান গুরুত্বপূর্ণ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন র আওতায় প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। তা	১. UGIIP-III প্রকল্পের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। ২. উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার সুপারিশ করা হয়। ৩. ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা/ড্রেণ সমুহ মেরামত করার সিদ্ধান্ত সুপারিশ আকারে গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/উন্নয়ন বাস্তবায়ন কমিটি।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		ছাড়াও বর্জ্য শোধনাগারের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি আগামী ০৬ মাসের মধ্যে বর্জ্য শোধনাগারের কাজ সমাপ্ত হবে। প্রস্তাবিত ট্রাক-টার্মিনালের কাজ প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদনের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যহত আছে। আশা করছি নতুন অর্থ বছরের মধ্যে অনুমোদন পাবো। এ সকল কাজ বাস্তবায়ন হলে জন-সাধারনের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC এর সদস্য জনাব মো ঃ ফজলুল হক মালিক, জনাব মো ঃ সুজা উদ্দিন ও জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন-আমাদের টেকশই উন্নয়ন করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সমুহ সংস্কার করা এবং ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ করার পুণরায় অনুরোধ করেন এবং প্রকল্পের কাজের গুনগত মান ভালো থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
০৮	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M পরিকল্পনা প্রণয়ন (উন্নয়ন কর্মকান্ড)	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয় বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পৌরসভার রাজস্ব বাজেটে খাতে ১,১২,৭৫,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পৌরসভার রাজস্ব বাজেট হতে বরাদ্ধ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১) ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে O&M কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে মোট ৪৩২৮৩৮/- টাকা ব্যয় হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC–র সদস্য জনাব ডা ঃ মোঃ গহর আলী , জনাব মো ঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব মো ঃ বিপুল আশরাফ ও জনাব মো ঃ মাফিজুর রহমান মাফি বলেন-পৌরসভার উন্নয়ন কাজের গতি বৃদ্ধি সহ টেশসই উন্নয়ন এবং নতুন অর্থ বছরে নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের আহবান জানান এবং সে সাথে পৌর ট্রাক টার্মনিাল, বাস-টার্মিনাল আধুনিকিকরণ, জরুরী পাকা রাস্তা নির্মান করার প্রস্তাব দেন এবং কাজের গতি বাড়ানোর পরামর্শ দেন। পরবর্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন- O&M খাতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সভা O&M এর কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করে PMO অফিসে প্রেরণ করাসহ পৌরসভার ওয়েভ সাইটে প্রদর্শন করা আছে। ২. ইং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র/নির্বাহী প্রকৌশলী /সচিব।	
০৯	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চলতি ইং ২০২১-২০২২ সনে জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ১৯,১৫,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। তবে জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ ত্রৈমাসিকে নিম্ন লিখিত খাতে মোট ৮৫,৫০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয় বিবরণী নিম্নরুপ- • প্রশিক্ষকের বেতন বাবদ খরচ ৫,৫০০/-টাকা। • GAP এর - মাসিক সভা বাবদ ব্যয় ২,১০০/-টাকা। • অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের আর্থিক সাহায্য/অনুদান বাবদ ১৯,০০০/-টাকা। • করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ(মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, জূবাণু নাশক স্প্রে ইত্যাতি)ক্রয় করে বিতরন ৫৮,৯০০/-টাকা। অত:পর আলোচনায় অংশ নিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সভাপতি সুলতানা আরা রত্না বলেন কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এ ছাড়াও তিনি অত্র সভাতে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষন, জেন্ডারের ইস্যু সমুহ, রিং স্লাব বিতরন, GAP বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা, হাস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথাসহ হাঁস বিতরনের কথা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন কোভিড-১৯ এর কারনে সেলাই প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল তা বর্তমানে পূণ:রায় চালু করা হয়েছে। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব মো ঃ মাফিজুর রহমান, জনাব মো ঃ বিপুল আশরাফ এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি মোছা ঃ রিপা খাতুন ও মোছা ঃ রুপালি বেগম আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, GAP বাস্তবায়নে যে সকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাস্তব	১। নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। ২| **২০২১-২০২২অর্থ** বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।** **৩। হত-দরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত রিং-স্লাব বিতরন** ৪। হাস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫। সেলাই মেশিন বিতরন। ৬। অসহায় ও দুস্থদের মাঝে হাসের বাচ্চা বিতরণ। ৭। আর্থিক অনুদান দেওয়া। ৮। পঙ্গুদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা। ৯। **হত-দরিদ্র পরিবারের স্কুল গামী ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা উপকরন ক্রয় করা বা বিতরন করা।**	সভাপতি/সদস্য-সচিব GAP	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		সম্মত এবং পৌর পরিষদকে বাস্তবায়ন করাসহ সহায়তার হাত আরো জোরদার করার জন্য অনুরোধ জানান। নারী ও শিশু বিষয়ক কমিটির মহান উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং GAP এব কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
১০	**দারিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)**	আলোচনার শুরুতেই দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব কে এম আব্দুস সবুর খান বলেন উক্ত কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব মোছা ঃ বিউটি খাতুন ও জনাব মোছা ঃ নুরুন্নাহার কাকলী বলেন-PRAP বাস্তবায়নে আরো সচেতন হতে হবে, সাবলম্বী করে তুলতে হবে। অত:পর আলোচনাকালে বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে জানান PRAP বাস্তবায়নে মানুষের কিছুটা দুর্দশা লাঘবের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৪৮,০০,০০০/-টাকার বাজেট বরাদ্দ আছে। ১ম কোয়ার্টারে দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক সাহায্য, সাবলম্বী করণ, অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে চাল,ডাল, নগদ অর্থ, ঔষুধ ক্রয়, শিক্ষা উপকরণ, ফুপ পাত নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১ মাসে নিম্ন-লিখিত খাতসমূহে সর্ব মোট ১,৪৩,০৯০/- টাকা ব্যয় করা করেছে। ● হত দরিদ্র মানুষদের মাঝে অনুদান বাবদ ৪৪,৫০০/-টাকা ● আর্থিক সাহায্য বাবদ ৬৪,০০০/- টাকা। ● করনাকালীন(থার্মোমিটার, মাক্স, হ্যান্ডসেনিটাইজার ইত্যাদি) ব্যয় ৩৪,৫৯০/- টাকা	১. নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। **২. ২০২১-২০২২** অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী **দাারিদ্র্যহ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা।** **৩. স্বাস্থ্য সম্মত রিং-স্লাব বিতরন।** ৪. বস্ত্র বিতরন করা। ৫. ঔষুধ প্রদান। ৬. হত দারিদ্র মানুষদের মাঝে চাউল বিতরণ। ৭. দরিদ্রদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ। ৮. পঙ্গুদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ। ৯. আত্মনির্ভরশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ১০. ফুটপাত নির্মাণ করা।	মেয়র/সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র্যহ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	
১১	বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) গঠন	বস্তি-উন্নয়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও বস্তি-উন্নয় কর্মকর্তা জনাব কেএম আব্দুস সবুর খান আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে যা প্রায় সমাপ্তির পথে। কাজের গুন-গত মান অত্যন্ত ভালো। প্রতিটা বস্তিতে নিয়মিত সভা করা চলমান আছে। কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করে উন্নয়ন কাজ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে রেজুলেশন করে টাকা উত্তোলন করা হয়। সভায় ০৪ টি বস্তির ব্যয় বিবরণীসহ চুড়ান্ত বিল অনুমোদনের জন্য তুলে ধরা হয়। এরপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বস্তি উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মোছা ঃ রিপা খাতুন, মোছা ঃ রুপালী খাতুন, মোছা ঃ মিতা খাতুন বলেন- আমাদের এলাকার বস্তিতে গুনগতমান ঠিক রেখে উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে এবং আমরা সবাই একাজে সাহায্য করি। কাজ সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। আমাদের এলাকায় রাস্তা, ড্রেন, সেনেটারী ল্যাট্রিন, সৌর বিদ্যুৎ পোল স্থাপন হওয়ায় আমরাসহ এলাকার জনগন অত্যন্ত খুশি। অত:পর অত্র সভা বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।	১. প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করা। ২. বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরুর পূর্বে TLCC সদস্যদের অবহিত করা। ৩. অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির SIC কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়মিত মাসিক সভা করা। ৪. বস্তির উন্নয়ন কাজে গুনগতমান বজায় রাখা। ৫. প্রাক্কলন মোতাবেক বস্তি-উন্নয়নের কাজ করা। ৬. ০৪ টি বস্তি উন্নয়নের চুড়ান্ত বিল অনুমোদন দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র্যহ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	
১২	হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ	আলোচনার শুরুতে অত্রপৌরসভার সচিব সাহেব জানান ইং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের পৌরকরের মোট দাবী (হাল+বকেয়া) ৪,৯০,১৯,০৬৭/-টাকা। তন্মধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের ত্রৈমাসিকে সরকারী ও বেসরকারী মোট পৌরকর আদায়ের পরিমান ১,৬০,২৪,৮৫৫/-টাকা। চলতি কোয়াটার পর্যন্ত আদায়ের হার মাত্র ৩২.৬৯%। কর আদায় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১. সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের সহযোগীতায় সমস্ত পৌর এলাকায় মাইকিং, ক্যাম্পেইন, কর খেলাপিদের নোটিশ প্রদান এবং মহল্লায় মহল্লায় টিম প্রেরনের মাধ্যমে পৌরকর আদায়।	মেয়র/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/কর আদায়কারী/TLCC -র সদস্যবৃন্দ।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		সভায় পৌরকর আদায় করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পৌরসভার কর আদায় বিষয়ে আলোচনার জন্য সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম মালিক, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা বলেন-আপনারা আদায় সংক্রান্ত তথ্য ইতোমধ্যে শুনেছেন। মহামারী করোন ভাইরাসের কারণে আদায়ের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানো অত্যন্ত কষ্টকর। আশা করছি আপনাদের সহযোগিতায় নতুন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারে সন্তোষজনক পৌরকর আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। পরিশেষে আমি পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি আপনারা আমাদেরকে সকল কাজে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। আপনাদের সহযোগিতা পেলে এ ধারা অব্যহত থাকবে।	২. উঠান বৈঠক ও WC বৈঠকে কর আদায় বিষয়ে আলোচনা করা।		
১৩	পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত)।	রাজস্ব আদা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০২১-২০২২ সনে কর বার্হিভুত রাজস্ব দাবীর পরিমান ছিল ৪,১৬,২৮,২৩৫/- টাকা। তন্মধ্যে চলতি জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ কোয়ার্টার এ আদায় হয়েছে (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত) সর্বমোট ৬৪,৩৩,৬১৯/-টাকা। সর্বমোট আদায়ের হার ১৫-৪৫%। পরোক্ষ কর আদায় নিয়ে আলোচনাকালে জনাব ফজলুল হক মালিক, জনাব মো ঃ আবাদল আজিজ জোয়ার্দ্দার, জনাব সুলতানা আঞ্জু রত্না হাট-বাজার ইজারা ও বকেয়া আদায় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন এবং হাট-বাজার ইজারার অর্থ বকেয়া থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আলোচকবৃন্দ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। পৌর এলাকায় চলাচলরত ইজি-বাইক বা রিক্সা, ভ্যানের লাইসেন্স প্রদানে পূণরায় অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য পূণ:রায় অনুরোধ করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন এবং কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। সভায় এ বিষয়ে এ সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। কর বহির্ভুত রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা করার জন্য মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে অনুরোধ করেন।	১. পৌরস্বার্থে হাট-বাজার ইজারার বকেয়া অর্থ আদায় করার জন্য মেয়র মহোদয়কে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। ২. কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য আয়ের খাত চিহ্নিত করার জন্য পৌরপরিষদকে পূণ;রায় অনুরোধ করেন। ৩. চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হতে পৌর এলাকায় ইজি-বাইক চলাচলের অনুমতি পত্র এবং রিক্সা, ভ্যানের লাইসেন্স প্রদানে অধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পূণ:রায় সুপারিশ করা হয়।	মেয়র/সচিব/বাজার পরিদর্শক/লাইসেন্স পরিদর্শক।	
১৪	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনাকালে কর আদায়কারী সভাকে অবগত করান যে, জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ ত্রৈমাসিকে ১৭,৮০৯ টি ট্যাক্স বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট পৌছানো হয়। এর মধ্যে ৬,৮৬২ জন গ্রাহক পৌরকর পরিশোধ করেছে। পৌরকর আদায়ের পরিমান ১,৬০,২৪,৮৫৫/-টাকা। তিনি আরো জানান পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়। মেয়র মহোদয় TLCC এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দদেরকে পৌরকর আদায়ের হার আরো বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান।	১. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. প্রতি কোয়ার্টারে কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট উক্ত বিল প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. আদায় প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে প্রেরনের সিদ্ধান্ত হয়।	কর আদায়কারী/সহকারী কর আদায়কারী।	
১৫	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের পানি শাখার চলতি ও বকেয়া সহ মোট দাবীর পরিমান ২,৩৯,১৭,০৬৬/-টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের ত্রৈমাসিক সর্বমোট আদায়ের পরিমান ৪৯,৯৪,১৯২/-টাকা। অত:পর TLCC এর সম্মানিত সদস্য জনাব বিপুল আশরাফ, মোছা ঃ শাহিনা আক্তার ও জনাব মো ঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন- বিভ্রাটের কারনে পানি সরবরাহে কিছু সমস্যা আছে সে বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। পানি শাখার তত্বাবধায়ক জনাব এএইচএম সাহীদুর রশীদ জানান আপনার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে তবে তিনি আরো বলেন। তিনি আরো বলেন ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপনের	১. বকেয়া পানির বিল গ্রাহকদের বিরুদ্ধে লাইন কর্তন এবং বকেয়া বিল আদায়ে টিম গঠন করে অভিযান অব্যহত রাখা। ২. যথা সময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা। ৩. ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু রাখা।	মেয়র/সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/পানি-তত্বাবধায়ক	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন হলে তখন পানি সরবরাহ ব্যাবস্থার সকল সমস্যা লাঘব হবে। তিনি সভাকে আরো জানান বকেয়া পানির বিল আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।			
১৬	অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)।	গত ১৫-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় পৌরসভা পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পৌরকর আদায় বিষয়ে সভায় আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। আলোচনায় অংশ নিয়ে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বলেন, কোভিড-১৯(করোনা) কারনে আমাদের কাঙ্খিত পৌরকর আদায় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে অচিরেই সমস্যা কেটে যাবে বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করেন। পৌর স্বার্থে আদায় শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পৌর কর আদায় বৃদ্ধির লক্ষে পূর্বের ন্যায় ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিটি গঠন করে আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ বকেয়া পৌরকর খেলাপিদের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কর আদায় চলমান রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয়। টিএলসিসি-র সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয়। সর্বপরি অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে অত্রসভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	১. আগামী ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যে TLCC-র সভায় উপস্থাপন করা হবে। ২ পৌর স্বার্থে আদায় শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পৌর কর আদায় বৃদ্ধির লক্ষে পূর্বের ন্যায় ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিটি গঠন করে আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ বকেয়া পৌরকর খেলাপিদের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কর আদায় চলমান রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয়।	মেয়র/সচিব	
১৭	অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গত ইং ১৯-০৯-২০২১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইং ২০২০-২০২১ অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ায় আভ্যন্তরিন নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়। আভ্যন্তরীন নিরীক্ষায় আপত্তিসমুহ প্রস্তুত করে নিস্পত্তি করার জন্য মেয়র চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নিকট উপস্থাপন করার সুপারিশ গৃহীত হয়। সর্বপরি অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে অত্রসভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	১. আগামি ডিসেম্বর,২০২১ মাসের মধ্যে অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটির সভা উপস্থাপন পূর্বক যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করা হবে। ২. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা। ৩. আভ্যন্তরীন নিরীক্ষায় আপত্তিসমুহ প্রস্তুত করে নিস্পত্তি করার জন্য মেয়র চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নিকট উপস্থাপন করা।	হিসাব রক্ষক/সহকারী হিসাব রক্ষক	
১৮	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা কালে পৌরসভার হিসাব রক্ষক জানান জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের কম্পিউটারাইজড হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা হবে এবং ইং ০৭-১০-২০২১ তারিখের মধ্যে PMO তে প্রেরণ করা হবে। সভায় হিসাব শাখার কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	১. প্রতি মাসের শেষে Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করা। ২. প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন এবং যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষক	
১৯	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ।	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই সভাকে জানানো হয় জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাস পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সহ চলতি বিল পাওয়া গেছে ২৭,০৬,১৬৯/-টাকা তন্মধ্যে বকেয়াসহ পরিশোধ করা হয়েছে ১৫,০৪,২৭০/-টাকা। বিদ্যুৎ বিলের অবশিষ্ট ১২,০১,৮৮৯/-টাকা অচিরেই পরিশোধ করা হবে। পরিশোধের হার ৫৬%। জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১ পর্যন্ত ৪,৩৬২/-টাকার টেলিফোন বিল পাওয়া গেছে এবং উক্ত টেলিফোন বিল বাবদ ৪,৩৬২/-পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের হার ১০০%। বকেয়া বিল পাওয়া গেলে পরবর্তিতে পরিশোধ করা হবে।	১. অতিসত্তর বকেয়া বিদ্যুৎ পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	মেয়র সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২০	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন করার বিষয়ে আলোচনা কালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভার স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদ করা চলমান আছে। হালনাগাদ তথ্যাদিতে পৌরসভার ভূ-সম্পত্তি, ভবনাদি, যানবাহন, পানি সরবরাহ শাখার সম্পদসহ পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেনের তথ্যাদি সংযোজন করা	১. স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র/ সচিব/ নির্বাহ প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ/ প্রশাসনিক	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	প্রবর্তন	হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।		কর্মকর্তা/স্টোরকীপার	
২১	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করা	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় BMDF সংস্থা থেকে ঋণের কিস্তি জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত পরিশোধ যোগ্য ঋণের পরিমান ৭১,৪৪,৯০৭/-টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত কিস্তির পরিমান ৩৪ টি তন্মেধ্য ৩৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়েছে ৭১,৪৪,৯০৭/-টাকা। পরিশোধের হার ১০০%।	১. আগামি অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মধ্যে বকেয়া সহ ঋণের টাকা পরিশোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	মেয়র/সচিব/ হিসাব রক্ষক	
২২	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা আইন,২০০৯ এর ৫৫ ধারা অনুযায়ী পৌরসভায় ১৩টি স্থায়ী কমিটি আছে। কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্থায়ী কমিটি সমুহ ইতোমধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১ মাসের সকল সভা বিভিন্ন তারিখে সম্পন্ন করেছে। সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMO অফিসে প্রেরণ করা হয়। কমিটি সমুহের কার্যক্রম চলমান থাকায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী ৩০ ডিসেম্বর,২০২১ ইং কোয়ার্টারের সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMOঅফিসে প্রেরণ করা হবে।	কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব	
২৩	সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৪ ধারা)	প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, কর আদায়কারী, লাইসেন্স পরিদর্শক, সহকারী এ্যাসেসরদেরকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তবে গত ইং ২৭-০৯-২০২১ তারিখ প্রকল্প অফিস কর্তৃক পৌরসভার নব-নির্বাচিত পৌর পরিষদসহ নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পৌর আইন ও বিধির উপর একদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য জন্য অত্রসভা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও সভাকে জানানো হয় ষ্টাফদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য ২,০০,০০০/-টাকা বাজেট ধরা আছে। অচিরেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।	১. নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের কে আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়। ২. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা ও শাখা প্রধানদের আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়। ৩. পৌরসভার নিজস্ব অর্থ দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অচিরেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
২৪	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন করা ও বিতরন করা চলমান আছে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়ার, পৌরকর, পানি সরবরাহ কর. ট্রেডলাইসেন্স ও ডিজিটাল সেন্টার চলমান আছে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে যাহার ঠিকানা নিম্নরুপ যেমন- www.chuadanga.org.com বর্ণিত ওয়েব সাইটে পৌরসভার সকল তথ্য সন্নিবেশিত আছে।	১. অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন ও বিতরন অব্যাহত রাখা। ২. পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজ চলমান রাখা এবং আগামী ১০-১০-২০২১ তারিখের মধ্যে পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হবে।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
২৫	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সভাকে আরো অবগত করা হয় যে, নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১,০৩,৫০,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১ মাসে ব্যয় হয়েছে ১৬,৯৩,৩৭৭/-টাকা। বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার নিদৃষ্ট জায়গা অধিগ্রহনের বিষয়ে সভাকে জানানো হয়, বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার জায়গা ইতোমধ্যে অধিগ্রহন সম্পন্ন পূর্বক সলিড ওয়াষ্ট ডিসপোজাল গ্রাউন্ড উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করছি আগামী ০৬ মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হলে বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার আর কোন সমস্যা হবে না। আলোচনা কালে **TLCC-র সদস্য জনাব ফজলুল হক মালিক,** মো ঃ বিপুল আশরাফ, জনাব মো ঃ রাশেদুল হাসান মানু, মো ঃ সুজা উদ্দিন আহম্মেদ এবং মো ঃ কারুজজামান চাঁদ শহরের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করার কথা বলেন। তবে **TLCC-র সম্মানিত** বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানান।	১. সলিড ওয়াষ্ট ডিসপোজাল গ্রাউন্ড উন্নয়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে আশা করা হচ্ছে আগামী ০৬ মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হবে। ২. বর্জ্য অপসারণে আরো বেশী পদক্ষেপ গ্রহন করা। ৩. মহল্লায়-মহল্লায় বাড়ির ময়লা আবর্জনা সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভ্যান সরবরাহ করা । ৪. ইং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে।	মেয়র /সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/ কন্জারভেন্সী পরিদর্শক	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
২৬	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৬,০০,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসে ব্যয় হয়েছে ৯,১৯,৫৬০/-টাকা। অত:পর ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য জনাব ফজলুল হক মালিক, জনাব মো ঃ বিপুল আশরাফ ও মোছা ঃ রিপা খাতুন বলেন- ড্রেনের উপর স্লাব না থাকায় ড্রেনের ভিতর মাটি, আবর্জনাফেলা এবং প্রয়শই ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটছে। আবর্জনা ফেলায় ড্রেনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ড্রেনের আবর্জনা থেকেই যাচ্ছে। যা আদৌও কাম্য নয়। প্রয়োজনে প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ার কথা বলেন। এর পর নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেব বলেন আপনাদের সহযোগীতায় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে আরো গতিশীল করা হবে। তিনি সভাকে আরো জানান ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সরকারী বরাদ্দ পাওয়া গেলে ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপনের কাজ করা হবে। অত:পর অত্রসভা ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হওয়ায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়। ২. ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সরকারী অর্থ প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক	
২৭	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে জানানো হয় চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয় এবং ১০০% সড়ক বাতি সচল রাখার বিষয়ে পৌরসভা সচেষ্ট। তবে ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার নিমিত্তে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩০,৯০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তন্মধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসে ব্যয় হয়েছে ৫,৯২,৪৪১/- টাকা। তবে বিদ্যুৎ বিলের কিছু টাকা বকেয়া আছে। অত:পর ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য জনাব মো ঃ সুজাউদ্দিন, মো ঃ বিপুল আশরাফ ও মোছা ঃ রিপা খাতুনস সড়কবাতির বর্তমান কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষ জনক হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ দেন। এয়াড়াও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান সড়কবাতি সচল রাখার জন্য চলতি কোয়ার্টারে সাধারণ বাল্ব ১২ টি, রড় লাইট ২২ টি, এনার্জি বাল্ব ৪২৫ টি লাগানো বা পূণঃস্থাপন করা হয়েছে। সড়ক বাতি কার্যকর রাখায় অত্রসভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সড়ক বাতি মেরামত ও সচল রাখার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. অচিরেই বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হবে। ৩. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ পরিকল্পনা মোতাবেক ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র/কাউন্সিলর/ নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/বিদ্যুৎ সুপারভাইজার	
২৮	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক মেরামত যোগ্য কার্যাদি সম্পন্নের জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা; প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ কোয়াটারে ৮১,৫০০/-টাকা ব্যয় হয়েছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকর থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হওয়ার এবং ব্যায় বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন।	১. অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সকল মেরামত কার্যাদি Mobile Maintenance Team এর মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২. ইং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে অবকাঠামো সমূহ মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করন পূর্বক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	
২৯	স্যানিটেশন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	স্যানিটেশন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা কর্তৃক স্যানিটেশন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এজন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয়	১. স্যানিটেশন কার্যক্রম আরো জোরদারকরার সিদ্ধান্ত হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর/ কন্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		বাজেটে ২,০০০০০/-টাকা্ বরাদ্দ ছিল এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পৌরসভাধীন সকল গন শৌচাগার, কমিউনিটি টয়লেটসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। TLCC-র সদস্য রেবেকা খাতুন, জনাব মো ঃ সুজাউদ্দিন আহম্মেদ স্যানিটেশন কার্যক্রমে আরো নজর দেয়ার পরামর্শ দেন। স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রমে জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসে কোন ব্যয় হয় নি।	২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়। ৩. ইং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়।		
৩০	বিবিধ আলোচনা	আলোচনার শেষ পর্যায়ে কয়েকজন আলোচক বিশেষ করে জনাব মো ঃ মাফিজুর রহমান মাফি, জনাব মো ঃ কামরুজ্জামান চাঁদ বলেন- আমরা ত্রৈমাসিক সভা করে যে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ করি তার অগ্রগতি সম্পর্কে পরবর্তি সভাতে জানতে পারি না বা বুঝতে পারি না। ত্রৈমাসিক কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য একটা মনিটরিং টিম গঠন করার প্রস্তাব করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	০১. পৌরপরিষদের সভায় উপস্থাপন পূর্বক সিদ্ধান্ত নেওয়া জন্য মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয়।		

মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্যদের ধন্যবাদ সহ সবাইকে পৌরসভার উন্নয়নের স্বার্থে পৌরকর আদায়ের জন্য সকলে এগিয়ে আসাসহ উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার আহব্বান জানান। অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(জাহাঙ্গীর আলম মালিক)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্মারক নং- চুয়া/পৌঃ/TLCC-৩/৪-২০১৮/২০২১/১৪৭২(৫০) তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০২১ খ্রি ঃ

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি ঃ-

০১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, (UGIIP-III), এলজিইডি ভবন, লেভেল-১২, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০২। জনাব.. .. ..সদস্য, TLCC, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।
০৩-৫০। .... চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

[

(জাহাঙ্গীর আলম মালিক)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।